দৈনিক সংবাদ
৪৭
তারিখ 16 JUL 19..
পৃষ্ঠা... ১ কলাম ... ১
৩১শে আষাঢ় ১৩৯৫

দু'দল ছাত্রের সশস্ত্র সংঘর্ষ ॥ গুলীতে রিক্সাচালক নিহত

বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা ॥ সকল পরীক্ষা স্থগিত

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

মঙ্গলবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে গুলীতে একজন ছাত্রের নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল বুধবার দু'টি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে আধঘন্টা সশস্ত্র সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত এবং একজন ছাত্রসহ দু'জন গুলীবিদ্ধ হয়েছে। আহত ছাত্রের অবস্থা আশংকাজনক।

এই ঘটনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী গতকাল বিকেল ৫টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা আবাসিক হলগুলো ছেড়ে চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠেয় কোর্স পদ্ধতির সকল পরীক্ষা পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্মী ওয়াদুদ হালিমের লাশ গতকাল দুপুরে তার গ্রামের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

হালিমের মৃত্যুর জন্য জাসদ (ইনু) সমর্থিত ছাত্রলীগকে (মু-না) দায়ী করে ছাত্রদল কর্মীরা গতকাল সকালে কলাভবনে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এক পর্যায়ে মিছিলে সলিমুল্লাহ হল ঘেরাও করার শ্লোগান দেয়া হয়।

গত ২৫শে জুন রাতে ছাত্রদল

মঙ্গলবার রাতে সূর্যসেন হলে গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত ছাত্র ওয়াদুদ হালিম। —সংবাদ

গতকাল বুধবার গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত রিক্সাচালক আব্দুর রহিম। —সংবাদ

কর্মীরা মুহসীন, সূর্যসেন ও জসীম উদদীন হল থেকে ছাত্রলীগ কর্মীদের বের করে দেয়ার পর তারা সলিমুল্লাহ হলে অবস্থান নিয়েছিল।

পৌনে ১২টার সময় উপাচার্য ভবনের সামনে পরপর কয়েকটি ফাঁকা গুলীবর্ষণ ও বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছাত্রদলের মিছিলটি ফুলার রোড ধরে সলিমুল্লাহ হলের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় উপাচার্য ভবনে সিণ্ডিকেটের জরুরী সভা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছিল। ছাত্রদলের মিছিল সলিমুল্লাহ হলের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর হলের মধ্যে অবস্থানরত ছাত্রলীগ কর্মীদের সাথে তাদের প্রচণ্ড সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়। ছাত্রদল কর্মীরা সলিমুল্লাহ হলের তিন দিক ঘিরে ফেলে। আধ ঘন্টারও বেশী সময় ধরে সংঘটিত এই সংঘর্ষে ষ্টেনগান, কাটা রাইফেলসহ বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলী বিনিময় হয়।

সংঘর্ষের সময় সলিমুল্লাহ হলের পশ্চিম ব্লকের দোতলায় দাড়ানো ছাত্রলীগ কর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র আসাদ আহমেদ মুন্নার মাথায়, হলের সামনের রাস্তায় দাঁড়ানো রিক্সাচালক আবদুর রহিমের (২৫) তলপেটে এবং পথচারী কামরুল হাসানের (১৬) হাতে গুলী লাগে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সোয়া ১২টার পর পুলিশ সলিমুল্লাহ হলের সামনে অবস্থান নিলে ছাত্রদল কর্মীরা কলাভবনের দিকে ফিরে আসে এবং সংঘর্ষ থেমে যায়। আহতদেরকে সাথে সাথে হাসপাতালে নেয়া হয়। রিক্সাচালক আবদুর রহিম বিকেলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। কামরুল সেখান থেকে চিকিৎসা নিয়ে নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছে। মুন্নাকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে ডাক্তার জানিয়েছেন। কৃত্রিমভাবে তার শ্বাস প্রশ্বাস চালু রাখা হয়েছে।

নিহত আ: রহিম স্ত্রী ও দুই পুত্র নিয়ে রায়ের বাজার গদিঘরে থাকতেন। তার লাশ গতরাত পর্যন্ত হাসপাতাল মর্গে ছিল।

সলিমুল্লাহ হলে সংঘর্ষ চলার সময় উপাচার্য ভবনে অনুষ্ঠিত সিণ্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গুলীবিদ্ধ হয়ে হালিমের মৃত্যুতে সভায় শোক প্রকাশ করা হয় এবং সে কিভাবে মারা গেল তা তদন্ত করে দেখার জন্য ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে গতকালের সংঘর্ষের ঘটনাও তদন্তের দায়িত্ব দিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। সিণ্ডিকেট সভা চলাকালীন সময়েই পুলিশ ক্যাম্পাসের চারদিকে কয়েকটি পয়েন্টে অবস্থান নেয়।

হালিমের জানাজা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছাত্রদল কর্মী ওয়াদুদ হালিমের লাশের ময়না তদন্ত গতকাল সকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সম্পন্ন হয়। এ

(শেষ পৃ: ২-এর ক: দ্র:)

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

সরকার ইচ্ছা করলে অস্ত্রের উৎসমুখ রোধ করতে পারে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বলেছে, যারা বিশ্ববিদ্যালয়কে রণক্ষেত্রে পরিণত করে আসছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজ ও জাতির ঘৃণ্য শত্রু। শিক্ষক সমিতি এ অবস্থা রোধ ও স্বাভাবিক কর্মজীবন ফিরিয়ে আনার জন্যে সচেতন দেশবাসীকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য আকুল আহ্বান জানিয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সংসদের এক জরুরী সভায় এ আহ্বান জানানো হয়। সভা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক কে, এ, এম সাদউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মঙ্গলবার ও গতকাল বুধবারের ঘটনাবলীকে নারকীয় বলে উল্লেখ করা হয়। শিক্ষক সমিতি এ ঘটনায় গভীরভাবে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত।

সভায় বলা হয়, 'গণবিরোধী স্বার্থান্বেষী চক্র' কিছু কিছু ছাত্র ও বহিরাগতকে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে

(শেষ পৃ: ১-এর ক: দ্র:)

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

(১ম পাতার পর)

সময় তার শরীর থেকে শর্ট গানের ৮টি 'পিলেট' পাওয়া গেছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। হালিমের জানাজার নামাজ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ, বিএনপি নেতা কে, এম ওবায়দুর রহমান ও আবুল হাসানাত, ছাত্রদল নেতা-কর্মী ও ছাত্ররা অংশ নেন। এরপর হালিমের লাশ একটি পিক-আপ ভ্যানে করে তার গ্রামের বাড়ী পটুয়া

গতকাল দুপুরে সলিমুল্লাহ হলে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (মু-না) কর্মীদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের পরে হলের সামনের রাস্তায় পড়ে থাকা গুলী ও ম্যাগাজিন।-সংবাদ

খালীর গলাচিপায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। কয়েকজন ছাত্রদল নেতা লাশের সঙ্গে গেছেন।

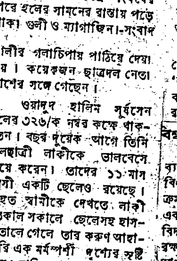

ওয়াদুদ হালিম সূর্যসেন হলের ৩২৬/ক নম্বর কক্ষে থাকতেন। বছর দুয়েক আগে তিনি স্কুলছাত্রী নাকীকে ভালবেসে বিয়ে করেন। তাদের ১১ মাস বয়সী একটি ছেলেও রয়েছে। নিহত স্বামীকে দেখতে নাকী গতকাল সকালে ছেলেসহ হাসপাতালে গেলে তার করুণ আহাজারি এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের সৃষ্টি করে। হালিম তার অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক পিতার ৪ ছেলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট।

মঙ্গলবার রাতের ঘটনা

মঙ্গলবার রাতে সূর্যসেন হলে তলপেটে গুলী লাগার পর ওয়াদুদ হালিমের মৃত্যু নিয়ে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে। ছাত্রদল সূত্রে বলা হয়েছে, রাত ১২টার দিকে হালিম রিক্সায় করে বাইরে থেকে হল গেটে নামার পর পরই দূর থেকে ছোড়া ছাত্রলীগ কর্মীদের গুলীতে সে মারা যায়।

অন্যদিকে ছাত্রলীগ (মু-না) গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছে, ওই রাতে সূর্যসেন হলের একটি কক্ষের দখল নিয়ে ছাত্রদলের দু'জন নেতা সশস্ত্র দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। এক পর্যায়ে তাদেরকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে ছাত্রদল কর্মী হালিম গুলীবিদ্ধ হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, গুলীবিদ্ধ হবার পর প্রায় ৪৫ মিনিট হালিম হল গেটেই পড়ে ছিলেন। এ সময় তার শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। এরপর এম্বুলেন্সের সাহায্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার আগেই ছাত্রদল কর্মীরা সূর্যসেন হলে মিছিল বের করে এবং ওই ঘটনার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করে শ্লোগান দেয়। এসময় হলের ৫টি কক্ষ ভাঙচুর করা হয়। এরপর থেকে প্রায় শেষ রাত অবধি জসীমউদদীন হলের প্রায় ১০টি, শহীদুল্লাহ হলের ৬টি এবং ফজলুল হক হলের ২টি কক্ষ ভাঙচুর, কোন কোনটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। সবগুলো কক্ষই ছাত্রলীগ কর্মীদের। ফজলুল হক হলে ভাঙচুরের সময় ছাত্রলীগ কর্মী আজহারের হাতের কব্জিতে রাম দা দিয়ে কোপ দেয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়েছে।

জাসদ (ইনু)

(১ম পাতার পর)

জাসদ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী আরেফ আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু মঙ্গলবার রাত ও গতকালের ঘটনার জন্য 'একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠন'কে দায়ী করেন। 'ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টার মুখে' গতকালের ঘটনাকে সরকারের মদদপুষ্ট বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।

তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভূমিকার নিন্দা করে বলেন, 'কর্তৃপক্ষের এই নির্বিকার ভূমিকার পেছনে সরকারী মদদ রয়েছে'।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

(১ম পাতার পর)

ব্যবহার করছে। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং হয়েছে। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে অস্ত্র আসতে না পারে তার জন্য সরকার, সকল রাজনৈতিক দল ও দেশবাসীর প্রতি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

সভায় বলা হয়, সরকার ইচ্ছা করলে অস্ত্রের উৎসমুখ ও বিশ্ববিদ্যালয় অংগনে অস্ত্রের আমদানী সম্পূর্ণ রোধ করতে পারে। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।